দিবাস্বপ্ন

কামরুন নাহার*

একদিন জেগে জেগে এক বস্তুবাদী স্বপ্ন দেখি,
আমার এই শহরে আর নীরব দুর্ভিক্ষ নেই,
শহরের প্রাণকেন্দ্রে এক ঝাঁক উড়ন্ত পায়রা,
কংক্রিটের ডানা থেকে ঝরে পড়ছে স্বচ্ছ ফোয়ারা।

এক ঝাঁক প্রাণবন্ত শিল্পী, ভাস্কর ও উদ্ভাবক
রাতারাতি রেনেসাঁয় কিংবদন্তী তুলির আঁচড়ে
পাথুরে পৃথিবীর কঠিন অমসৃণ ক্যানভাসে
এ শহরকে এঁকেছে ভাস্কর্যপূর্ণ প্রাচীন গ্রিস।

রোবটচালিত পাখি বিমান উড়ছে মেঘে মেঘে
ঝড়ের বেগে চলেছে ঝকঝকে বৈদ্যুতিক ট্রেন,
সব জ্বালানিবিহীন স্বয়ংক্রিয় আধুনিক গাড়ি,
বিদ্যুতের উৎপাদন নদীর জলে, রৌদ্রে, বাতাসে।

গ্রোয়ন-বাঁধ শাসিত নদীর ধারে নির্মিত নন্দন পার্ক
যেন নয়নাভিরাম বৃক্ষরাজির ব্যাবিলনীয় স্বর্গোদ্যান
রূপকথার রূপালি ঝুলন্ত ব্রিজ রাতভর আলোয় হাসে,
স্পিডবোড, জাহাজ মাছের মতো নিঃশব্দে যায় আর আসে।

সুপ্রশস্ত রাস্তার দুধার ঘেঁষে দীর্ঘাঙ্গী বৃক্ষের ছায়া,
কিছু পরপর দিকনির্দেশিকা উজ্জ্বল মাইলস্টোন,
প্রতিটি স্থায়ী বাসভবন ঘিরে দৃষ্টিনন্দন কানন,
পৌষের প্রত্যুষে প্রাঙ্গণে রোদ্দুর প্রজাপতি হয়ে আসে।

নেই কাঁচাবাজার, থকথকে কাদা, আবর্জনা,
বহুতল ভবনের কাঁচের শোকেসে সংরক্ষিত
বিচিত্র বিবিধ পণ্য, অকৃপণভাবে উৎপাদিত,
মানুষ নিজের অর্থে ব্যাগভর্তি কিনে বাড়ি ফেরে।

কারো লাঠির আঘাতে এক ফোঁটা রক্ত মাটিতে পড়ে না,
বাগানে আমের বন্যা, কেউ অসৎ উদ্দেশ্যে ছোঁয়ও না,
পথিক পথ হারালে পুলিশ বাড়ি পৌঁছে দেয় সহাস্যে,
লোকে কর্মে নিষ্ঠাবান, ছুটিতে পাহাড়-সমুদ্র দেখে আসে।
আমি এই হাইব্রিড স্বপ্নের বীজ
বিনামূল্যে বিতরণ করতে চাই
ইটের শহর থেকে ধুলি মলিন প্রত্যন্ত গ্রামে,
কাঁটাতারের ওপারে দুর্ভিক্ষপীড়িত দেশে দেশে।

কবিতার অর্থ

দিবাস্বপ্ন বলতে বোঝায় দিনের বেলা জেগে জেগে কল্পনায় ভেসে বেড়ানো। এই কবিতার ভেতর দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে কবির দীর্ঘ দিনের লালিত এক গভীর স্বপ্ন। এখানে প্রথমে কল্পনা করা হয়েছে সমৃদ্ধ শহর, পরে সমৃদ্ধ বাংলাদেশ ও সর্বশেষে সমৃদ্ধ পৃথিবী ।

কবির নিজের শহরে চলছিল নীরব দুর্ভিক্ষ। সে কল্পনা করছে, তার শহরে আর সেই অভাবের কোনো চিহ্ন নেই। শহরের মাঝখানে একটি উড়ন্ত পায়রার ভাস্কর্য নির্মাণ করা হয়েছে, যা থেকে ঝরে পড়ছে ফোয়ারার জল। পায়রা শান্তির প্রতীক। এক ঝাঁক তরুণ শিল্পী ও ভাস্কর প্রাণপণ খেটে গ্রিস নগরীর মতো এ শহরকে ভাস্কর্য পূর্ণ করে ফেলেছে। এক দল তরুণ উদ্ভাবকের পরিশ্রমে এ শহরে উড়ছে রোবটচালিত বিমান। পাখির সঙ্গে এ বিমানের চরিত্রগত মিল আছে। আকাশের নিয়ম-কানুন মেনে নিঃশব্দে চলে। ছুটে চলেছে বৈদ্যুতিক ট্রেন, জ্বালানিবিহীন স্বয়ংক্রিয় অত্যাধুনিক গাড়ি। নদীর জল, রোদ, বাতাস- সব কিছুব্যবহার করে ব্যাপক বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হচ্ছে।

গ্রোয়ন-বাঁধ দিয়ে সব নদীর ভাঙ্গন রোধ করে নদীর ধার ঘেঁষে নির্মিত হয়েছে পার্ক। সেখানে গাছপালা এমন চমৎকার পরিকল্পনা করে বিন্যস্তভাবে লাগানো যার ফলে তা রূপ নিয়েছে প্রাচীন ব্যাবিলন শহরের বাগানের মতো, যা ছিল স্বর্গ স্বরূপ। রূপালি ঝুলন্ত ব্রিজ অর্থাৎ স্টিল বা তার নির্মিত ব্রিজে সারারাত লাইটের আলো জ্বলে। অত্যাধুনিক স্পিডবোড, জাহাজ মাছের

মতো নিঃশব্দে যাতায়াত করে। নিঃশব্দ মাছের মতো যাতায়াত করে বলে প্রকৃতির ভারসাম্য নষ্ট হয় না।

চওড়া রাস্তার দুধার ঘেঁষে লম্বা লম্বা গাছের সারি। অনুন্নত শহরে মাইলস্টোন ঝাপসা হয়। এ শহরে ঝকঝকে মাইলস্টোন। প্রতিটি বাসভবন মালিকের নিজের স্থায়ী ভবন অর্থাৎ সরকার বা অন্য কেউ জোরজুলুম করে বাড়ি থেকে তুলে দেয় না। তার চারপাশে যথেষ্ট জায়গা। ঘিঞ্জি শহরের মতো কার্নিসে কার্নিস ঠেকে না। কাঁচাবাজার নেই , থকথকে কাদা নেই। এখানে সেখানে আবর্জনা পড়ে থাকে না। বহুতল ভবনের কাঁচের শোকেসে নানা রকম জিনিস সাজানো থাকে, যেগুলো দেশেই প্রচুর পরিমাণে উৎপাদিত। মানুষের হাতে এত টাকা, যাতে সবাই ব্যাগভরে জিনিস কিনে বাড়ি ফেরে।

এ শহরে কোনো সহিংসতা নেই। তাই কারো লাঠির আঘাতে কেউ ক্ষতবিক্ষত হয় না। অপরাধ নেই বলেই বাগানে এত আম, অথচ কেউ চুরি করে না। পুলিশ এতটাই বন্ধুসুলভ যে, যদি কেউ পথ হারায়, তবে তাকে হাসিমুখে বাড়ি পৌঁছে দেয় । লোকে কাজের সময় নিষ্ঠার সাথে কাজ করে, মোটেও ফাঁকি দেয় না। কিন্তু তারা সময়কেও উপভোগ করে। ছুটি কাটাতে পাহাড়-সমুদ্রে যায় ।

এই স্বপ্নের বীজ হাইব্রিড, কারণ এতে দেশি চিন্তার সাথে বিদেশি ভাবনার মিলন ঘটানো হয়েছে, তাই এর ফলন বেশি। কবি শুধুনিজের দেশে নয়, পৃথিবী থেকেও দারিদ্র্য মুছে ফেলার স্বপ্ন দেখছে। (* ***কামরুন নাহার*** বাংলাদেশের রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত ‘ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ’ (আইবিএস)- এ ‘রাজনৈতিক সহিংসতা’ বিষয়ে গবেষণায় রত ।)